দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 2 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

1

সিরাজগঞ্জ : বন্যায় বিধ্বস্ত খোকসাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখনও এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। —সংবাদ

লেখাপড়া বিঘ্নিত

সিরাজগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলো মেরামত হচ্ছে না

॥ আবদুল কুদ্দুস ॥

সিরাজগঞ্জ, ৩১শে ডিসেম্বর।—বন্যায় বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলো পুনঃ নির্মাণ বা মেরামত না করায় লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সামান্যতম সুযোগ বা পরিবেশ নেই। এই সমস্ত স্থানে ক্লাস বসে এখন গাছ তলায়।

এবারের নজিরবিহীন বন্যায় সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলায় ২৩৪টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে এবং ৯৩৩টি আংশিকসহ সর্বমোট ১১৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে। এরমধ্যে সিরাজগঞ্জ সদর উপ-জেলায় ৯৩টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে এবং ১৪৯টি আংশিক, কাজীপুর উপজেলায় যথাক্রমে ৩০ এবং ৭৮টি, রায়গঞ্জ উপ-জেলায় ৪০ এবং ১৩৫টি, তাড়াশ উপজেলায় ৩৯ এবং ৮টি, উল্লাপাড়া উপজেলায় ৯ এবং ২৬৯টি, শাহজাদপুর উপজেলায় ৬৭ এবং ১২৫টি, চৌহালী উপজেলায় ১১ এবং ৯০টি, শাহজাদপুর উপ-জেলায় ৬৭ এবং ১২৫টি, কামারখন্দ উপজেলায় ১২ এবং ৪৪টি, বেলকুচি উপজেলায় ৪, এবং ১২টি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বন্যায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ২৩৪টি বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সামান্যতম সুযোগও নেই। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কোনটির আবার অস্তিত্ব নেই। এসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরীক্ষা নেয়া হয়েছে গাছ তলায়। বাকী বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও নাজুক। অনেক বিদ্যালয়ের চেয়ার বেঞ্চ, টেবিল নষ্ট হয়ে গেছে।

বিদ্যালয়গুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামতে আর্থিক অনুদান চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনুদান পাওয়া যায়নি। ফলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না।